গবেষণা সারসংক্ষেপ

ডিসেন্ট লেদার – লেবার স্ট্যান্ডার্ডস ফর ওয়ার্কার্স ইন লেদারবেইজড গার্মেন্ট, ফুটওয়্যার এন্ড এক্সেসরিজ ভ্যালু চেনন

সরকার, মালিক ও শ্রমিকের সমন্বিত উদ্যোগে শ্রমিকের অধিকার বাস্তবায়ন ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের চামড়া শিল্প হতে পারে একটি আধুনিক, পরিবেশবান্ধব ও কমপ্লায়েন্ট শিল্প যা বাংলাদেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে

বিশ্বের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বাজারের প্রায় ৩ শতাংশই বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের দখলে (বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, ২০২২)। তৈরি পোশাক শিল্পের পর পরই এই খাতটি দেশের রপ্তানি আয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস। ইবিএল সিকিউরিটিজের সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশ প্রতি বছর ৩৫০ মিলিয়ন বর্গফুট চামড়া উৎপাদন করে, যার ২০ থেকে ২৫ শতাংশ স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং বাকি চামড়া রপ্তানি করা হয়। 'ওয়ার্ল্ড ফুটওয়্যার ইয়ারবুক ২০২০' অনুযায়ী, বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম ফুটওয়্যার উৎপাদক এবং ১৮তম ফুটওয়্যার রপ্তানিকারক এবং বাংলাদেশ বার্ষিক ৪০০ মিলিয়ন জোড়ারও বেশি জুতা উৎপাদন করে থাকে।

২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি আয় ছিল ১২৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ২.৪ শতাংশ। তবে গত কয়েক বছরে চামড়া খাত থেকে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় কমেছে। ২০১৭ অর্থবছরে, এই শিল্পের রপ্তানি আয় ছিল ১২৩৪ মিলিয়ন, যা ২০১৮ অর্থবছরে দাঁড়ায় ১০৮৫ মিলিয়ন, ২০১৯ অর্থবছরে ১০১৯ মিলিয়ন এবং ২০২০ অর্থবছরে ৭৯৭.৬ মিলিয়নে নেমে এসেছিল। মূলত, ক্রাস্ট এবং প্রক্রিয়াজাত চামড়ার বৈশ্বিক চাহিদা হ্রাস, কৃত্রিম চামড়ার ব্যবহার বৃদ্ধি, বাংলাদেশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে দুর্বলতার পাশাপাশি বিনিয়োগ এবং পণ্যের বৈচিত্রতার অভাবকে চামড়ার চাহিদা কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে দায়ী করা করা হয়।

বাংলাদেশে ৯০ শতাংশেরও বেশি ট্যানারি ঢাকার হাজারীবাগে অবস্থিত ছিল, যার আনুমানিক আয়তন ছিল মাত্র ৭০ একর। ধীরে ধীরে নগর সম্প্রসারণের পাশাপাশি বর্জ্য শোধনাগারবিহীন অপরিকল্পিত হাজারীবাগ ট্যানারি স্টেটে অবস্থিত ট্যানারি গুলোর পরিবেশ দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশ সরকার ট্যানারিগুলোকে হাজারীবাগ থেকে ঢাকা জেলার অদূরে সাভারে একটি নতুন উন্নত ট্যানারি স্টেটে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে, সাভারের নতুন ট্যানারি এখনও পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স অর্জন করতে পারেনি। পুরো স্থানান্তর প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (CETP) এর অনুপোযোগিতা এর একটি বড় কারণ।

ট্যানিং শিল্পে শ্রমের মান এবং কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেশের অন্যান্য শ্রম-ঘন শিল্পের মতোই, যেখানে শ্রমিকের দুর্দশার কোন শেষ নেই। ট্যানারি শ্রমিকদের জন্য উন্নত জীবনযাত্রা এবং কাজের পরিবেশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাজারীবাগ থেকে স্থানান্তরের পরেও এই শিল্পে এখনও নূন্যতম মজুরি, মৌলিক শ্রম অধিকার এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। একদিকে দুর্বল পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স এবং অন্যদিকে দুর্বল শ্রম মান এবং পেশাগত নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের চামড়া শিল্প, যা আসলে কারখানার উৎপাদনকেই প্রভাবিত করছে।

এই সমীক্ষার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের চামড়া শিল্পে কাজের পরিবেশ ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা। এতে ট্যানারি শ্রমিকদের জনতাত্ত্বিক এবং আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য, সংগঠনে অংশগ্রহণের অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং ট্যানারিতে শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণাটিতে ট্যানারি শ্রমিকদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য লাভের জন্য মিক্সড মেথড (গুণগত + সংখ্যাগত) পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সমীক্ষার মূল ফলাফলে দেখা যায়, সাভারের নতুন ট্যানারি স্টেটে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকারের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি। পাশাপাশি আবাসন ও পরিবহন সংকট, অপর্যাপ্ত চিকিৎসা ও স্কুলের সুবিধাসহ শ্রমিকরা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। ট্যানারি শিল্পে লিঙ্গবৈষম্য অত্যন্ত প্রকট, নিয়োগকর্তারা মহিলা শ্রমিকদের নিয়োগ দিতে চায় না।

জরিপকৃত শ্রমিকদের অর্ধেকেরও বেশি আইনি নূন্যতম মজুরির চেয়ে কম উপার্জন করায় বোঝা যায়, মজুরি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুবিধা এই শিল্পে নূন্যতম। পাশাপাশি ইউনিয়নে সক্রিয়তা, শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব এবং লিখিত চুক্তির মতো আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার অভাবের কারণে তাদের নিয়োগকর্তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে হয়।

প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে, কাজের পরিবেশগত উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে সমীক্ষা হতে নিম্নলিখিত নীতিগত সুপারিশগুলি তুলে ধরা হলো ঃ

নিয়োগকর্তাদের প্রতি সুপারিশ

- মালিকদের অবশ্যই শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মক্ষেত্র প্রদান করতে হবে। এছাড়াও, বিষাক্ত রাসায়নিকের সংস্পর্শজনিত কাজ বা অন্যান্য উপকরণ যেমন, মেশিনের কাজের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি/বিপদ এড়াতে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- নিয়োগকর্তারা কর্মীদের হয়ারানি, ভয় দেখানো, আক্রমণ করা বা ধমক দেওয়া থেকে বিরত থাকাবে এবং একটি ইতিবাচক কাজের পরিবেশ তৈরি করবে। নিয়োগকর্তারা অবশ্যই শ্রমিকদের সংগঠন, অর্থনৈতিক অধিকার লঙ্ঘন এবং ইউনিয়ন গঠনে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে।
- পরিশেষে, নিয়োগকর্তারা থানায় অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা, শ্রমিকদের বিচার বিভাগীয় এবং অ-বিচারিক অভিযোগ গঠনের সুযোগ প্রদান করবে। এর মধ্যে সালিশ এবং মধ্যস্থতার মতো প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সুপারিশ

- ট্যানারিতে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার স্বাক্ষার সম্বলিত আনুষ্ঠানিক চুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। চুক্তিতে কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ এবং ট্যানারি শ্রমিকদের বর্তমান দুদর্শা দূর করতে এবং ট্যানারি শিল্পে উপযুক্ত মজুরি নিশ্চিতের পাশাপাশি শ্রমের মান উন্নত করতে মূল ভূমিকা রাখে।
- ট্যানারিতে শ্রমিকদের কল্যাণ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থা, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দ্বারা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি পরিদর্শন এবং এই প্রক্রিয়ার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে শ্রমিক অধিকার লঙ্ঘনের জন্য কোনও নূন্যতম শাস্তির ব্যবস্থা না থাকায়, এতে নিয়োগকর্তারা আরও বেশি উৎসাহী হয়। তাই নন-কমপ্লেয়েন্ট ট্যানারির জন্য একটি কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করা প্রয়োজন।
- শ্রমিকদের সুস্থতা নিশ্চিত করা এবং শিল্পের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য সাভার ট্যানারি স্টেটের নিকটে অবশ্যই জন-পরিসেবা, বিশেষ করে পরিবহন, চিকিৎসা এবং স্কুলের সুবিধা, নারী-পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেট এবং শিল্প পুলিশ এর ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া, স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং আন্তজার্তিক ক্রেতা উভয়কেই আকৃষ্ট করতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ট্যানারি স্টেটের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক অধিকার সংগঠনের প্রতি সুপারিশ

- শ্রমিকদের তাদের অধিকার সর্ম্পকে সচেতন হতে হবে এবং শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত যৌথ পদক্ষেপ, অর্থাৎ ইউনিয়নকে কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিবাদ করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।
- ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমকে কার্যকর করতে এবং ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্যে রাজনীতিকরণ প্রতিরোধ করতে ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চর্চা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিয়নের ভেতরে গণতন্ত্র প্রতিক্ষা এবং চর্চার জন্য আন্তজার্তিক শ্রম অধিকার সংগঠন এবং ইউনিয়নগুলোকে সম্পৃক্ত করে বৃহৎ পরিসরে ক্যাম্পেইন এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

টুগেদার ফর ডিসেন্ট লেদার

টুগেদার ফর ডিসেন্ট লেদার একটি তিন বছর মেয়াদী কর্মসূচি, যা সাতটি সুশীল সমাজ সংস্থার একটি ইউরোপ-দক্ষিণ এশীয় কনসোর্টিয়াম দ্বারা পরিচালিত। এর লক্ষ্য হল কাজের পরিবেশের উন্নতি সাধন এবং অধিকার লঙ্ঘন হ্রাস করা, দক্ষিণ এশিয়ার চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে আলোকপাত করা- বিশেষ করে ভারতের তামিলনাড়ুর ভেলোর এবং চেন্নাই জেলায়; পাকিস্তানের বৃহত্তর করাচিতে; এবং বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে। টুগেদার ফর ডিসেন্ট লেদার সংস্থাগুলি থেকে তাদের মানবাধিকারের যথাযথ নিষ্ঠার বাধ্যবাধকতা এবং সরকারগুলোকে আন্তজার্তিক শ্রম মানগুলোর আনুগত্যের উন্নতির জন্য সুরক্ষা এবং প্রবিধান স্থাপনের জন্য বর্ধিত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে কাজ করে।

এই গবেষণা সারসংরক্ষপ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, নেদারল্যান্ড এন্টারপ্রাইজ এজেন্সি এবং মন্ডিয়াল এফএনভি সহ অন্যান্য বিভিন্ন তহবিলের আর্থিক সহায়তায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এর বিষয় বস্তুর দায় দায়িত্ব শুধুমাত্র ডিসেন্ট লেদার কনসোর্টিয়ামের লেখকদের এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা অন্যান্য তহবিলকারীদের মতামতকে প্রতিফলিত করে না।

Together for Decent Leather
RIGHTS FOR WORKERS

Bangladesh Labour Foundation

RAPID